দামুড়হুদা উপজেলা যুবদলের সদস্য সচিব মাহফুজুর রহমান মিল্টনের ইন্তেকাল

চুয়াডাঙ্গার দামুড়হুদা উপজেলা যুবদলের সদস্য সচিব, ত্যাগী ও পরিচ্ছন্ন রাজনীতিবিদ মাহফুজুর রহমান মিল্টন হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে ইন্তেকাল করেছেন (ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৪৪ বছর।

গতকাল শনিবার বিকাল ৩টার দিকে অসুস্থ হয়ে পড়লে প্রথমে তাঁকে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। পরে অবস্থার অবনতি হলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাঁকে কুষ্টিয়া সদর হাসপাতালে রেফার করেন। পরিবারের সদস্যরা অ্যাম্বুলেন্সযোগে কুষ্টিয়ায় নেওয়ার পথে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

মাহফুজুর রহমান মিল্টন দামুড়হুদা উপজেলার পাটাচোরা গ্রামের মৃত শফিউদ্দীনের পুত্র। ১০ ভাই-বোনের মধ্যে তিনি ছিলেন চতুর্থ। ব্যক্তিজীবনে তিনি এক কন্যা সন্তানের জনক। তাঁর মেয়ের নাম নওশীন (৬)।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, মাহফুজুর রহমান মিল্টন এলাকায় অত্যন্ত সুনামধন্য, ত্যাগী ও স্বচ্ছ ভাবমূর্তির নেতা হিসেবে পরিচিত ছিলেন। দলীয় কর্মকাণ্ড থেকে শুরু করে সাধারণ মানুষের পাশে দাঁড়ানো সব ক্ষেত্রেই তিনি ছিলেন সক্রিয় ও জনপ্রিয়। তাঁর অকাল মৃত্যুতে পরিবারসহ পুরো দামুড়হুদা উপজেলা বিএনপি ও অঙ্গসংগঠনের নেতাকর্মীদের মাঝে গভীর শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

আজ রবিবার সকাল ৯টায় দামুড়হুদা স্টেডিয়াম মাঠে তাঁর প্রথম জানাজা অনুষ্ঠিত হবে। এরপর সকাল ১০টায় নিজ গ্রাম পাটাচোরায় দ্বিতীয় জানাজা শেষে পারিবারিক কবরস্থানে দাফন সম্পন্ন করা হবে।

এদিকে, বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী যুবদল কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির সহ-দপ্তর সম্পাদক মিনহাজুল ইসলাম ভূইয়া স্বাক্ষরিত এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে সংগঠনটির কেন্দ্রীয় সভাপতি আবদুল মোনায়েম মুন্না ও সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ নূরুল ইসলাম নয়ন (এমপি) গভীর শোক ও দুঃখ প্রকাশ করেছেন।

শোকবার্তায় নেতৃদ্বয় বলেন, “মাহফুজুর রহমান মিল্টন ছিলেন জাতীয়তাবাদী যুবদলের একজন নিবেদিতপ্রাণ সংগঠক। রাজপথের সকল আন্দোলন-সংগ্রামে তাঁর সাহসী ভূমিকা সর্বমহলে প্রশংসিত। তাঁর মতো ত্যাগী নেতার অভাব সহজে পূরণ হওয়ার নয়।”

নেতৃদ্বয় মরহুমের রূহের মাগফিরাত কামনা করেন এবং শোকসন্তপ্ত পরিবার, দলীয় নেতাকর্মী ও শুভাকাঙ্ক্ষীদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানান।

আলমডাঙ্গা পৌর যুবদলের সদস্য সচিব সাইফুদ্দিন আলম কনক আর নেই

আলমডাঙ্গা পৌর যুবদলের সদস্য সচিব সাইফুদ্দিন আলম কনক (৪৮) হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে ইন্তেকাল করেছেন (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। গতকাল রবিবার রাত সাড়ে ৮টার দিকে পৌর এলাকার একটি বেসরকারি ক্লিনিকে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তাঁর মৃত্যু হয়।

পরিবার জানায়, দীর্ঘ কয়েক মাস ধরে হার্টজনিত সমস্যায় ভুগছিলেন কনক। ঢাকাসহ বিভিন্ন হাসপাতালে চিকিৎসা নিয়েও পুরোপুরি সুস্থ হননি। রবিবার সন্ধ্যায় হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়লে দ্রুত স্থানীয় একটি ক্লিনিকে নেওয়া হয়। চিকিৎসকেরা জানান, তিনি স্ট্রোকে আক্রান্ত হয়েছেন। কিছুক্ষণ পরই তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

সাইফুদ্দিন আলম কনক আলমডাঙ্গা পৌর এলাকার কোর্টপাড়ার বাসিন্দা ছিলেন। বর্তমানে তিনি স্টেশনপাড়ায় পরিবারসহ বসবাস করছিলেন। মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী, এক ছেলে সন্তানসহ অসংখ্য আত্মীয়-স্বজন ও শুভাকাঙ্ক্ষী রেখে গেছেন।

তার মৃত্যুতে জেলা ও উপজেলা বিএনপিসহ অঙ্গসংগঠনের নেতাকর্মীদের মধ্যে শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

চুয়াডাঙ্গা জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক ও চুয়াডাঙ্গা-১ আসনের বিএনপি মনোনীত প্রার্থী শরিফুজ্জামান শরিফ শোক প্রকাশ করে বলেন, “বাল্যকাল থেকেই তিনি বিএনপির আদর্শে বিশ্বাসী ছিলেন। তার মৃত্যুতে দলের অপূরণীয় ক্ষতি হলো।”

এছাড়া গভীর শোক ও সমবেদনা জানিয়েছেন আলমডাঙ্গা উপজেলা বিএনপির সিনিয়র সহসভাপতি আকতার হোসেন জোয়ার্দার, সাধারণ সম্পাদক আমিনুল রহমান রোকন, পৌর বিএনপির সভাপতি আজিজুল হক পিন্টু, সাধারণ সম্পাদক জিল্লুর রহমান ওলটুসহ দলীয় নেতাকর্মীরা।

মেহেরপুরে জেলা বিএনপির সদস্য সচিব এডভোকেট কামরুল হাসানের গণসংযোগ

মেহেরপুর সদর উপজেলার কুতুবপুর ইউনিয়নে বিএনপির ৩১ দফা দাবির প্রচারে লিফলেট বিতরণ ও গণসংযোগ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ শুক্রবার বিকেলে জেলা বিএনপির সদস্য সচিব অ্যাডভোকেট কামরুল হাসানের নেতৃত্বে এ কর্মসূচি পরিচালিত হয়।

এ সময় তিনি শিবপুর ও হিতিমপাড়া গ্রামের বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষের হাতে বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান ঘোষিত ৩১ দফা দাবি সম্বলিত লিফলেট বিতরণ করেন এবং তাদের সঙ্গে মতবিনিময় করেন।

গণসংযোগ কর্মসূচিতে জেলা বিএনপি ও অঙ্গসংগঠনের বিভিন্ন পর্যায়ের নেতাকর্মীরা অংশ নেন। তাদের মধ্যে ছিলেন— জেলা বিএনপির সদস্য আলমগীর খান ছাতু, হাফিজুর রহমান হাফি, ওমর ফারুক লিটন, মীর ফারুক, সদর উপজেলা বিএনপির সভাপতি ফয়েজ মোহাম্মদ, সাধারণ সম্পাদক সাহিদুল ইসলাম, পৌর বিএনপির সভাপতি লতিব বিশ্বাস, সাধারণ সম্পাদক এডভোকেট এহান উদ্দিন মনা, জেলা যুবদলের সহ সভাপতি আনিসুর রহমান লাভলু, মোশারফ হোসেন তপু, সদস্য মেহেদী

হাসান রোলেক্স, কুতুবপুর ইউনিয়নের ৫ নং ওয়ার্ড বিএনপির সভাপতি তোফাজ্জল হোসেন, সাধারণ সম্পাদক আরাফাত আলী, সাংগঠনিক সম্পাদক শিমুল বিশ্বাস, ওয়ার্ড বিএনপি নেতা রাজিব, রেমিম, নাহিদসহ স্থানীয় বিএনপি ও অঙ্গসংগঠনের নেতাকর্মীরা।

মেহেরপুরে জেলা বিএনপি’র সদস্য সচিব কামরুল হাসানের গণসংযোগ অব্যাহত

মেহেরপুর সদর উপজেলার আমঝুপি ইউনিয়নের চাঁদবিল ও কোলা গ্রামে বিএনপি’র ৩১ দফা দাবির প্রচারে লিফলেট বিতরণ ও গণসংযোগ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়েছে। গতকাল মঙ্গলবার বিকেলে জেলা বিএনপি’র সদস্য সচিব অ্যাডভোকেট কামরুল হাসানের নেতৃত্বে এ কর্মসূচি পরিচালিত হয়।

গণসংযোগকালে অ্যাডভোকেট কামরুল হাসান বলেন, “আপনারা অবগত আছেন, আগামী ফেব্রুয়ারি মাসে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় ব্যালটের মাধ্যমে নির্বাচনের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে। বর্তমান সরকারের আইন উপদেষ্টা আসিফ নজরুল বলেছেন, নির্বাচন হলো সরকারের একটি অংশ, তবে কোনো রাজনৈতিক দল সরকার কাঠামোর অংশ হতে পারে না। একটি গণতান্ত্রিক সরকার ক্ষমতায় না থাকলে কোনো দেশের উন্নয়ন সম্ভব নয়।”

তিনি আরও বলেন, “আগামী ফেব্রুয়ারিতে যে নির্বাচন আয়োজনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে, বিএনপি’র ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান এই সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়েছেন। আমরাও সরকারের এই সিদ্ধান্তকে আন্তরিকভাবে স্বাগত জানাই।”

এসময় তিনি আমঝুপি ইউনিয়নের চাঁদবিল ও কোলা গ্রামের বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষের হাতে বিএনপি’র ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান ঘোষিত ৩১ দফা দাবি সম্বলিত লিফলেট বিতরণ করেন এবং তাদের সঙ্গে মতবিনিময় করেন।

গণসংযোগ অনুষ্ঠানে জেলা বিএনপি ও অঙ্গসংগঠনের বিভিন্ন পর্যায়ের নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন। তাদের মধ্যে ছিলেন, জেলা বিএনপি’র সদস্য আলমগীর খান ছাতু, হাফিজুর রহমান হাফি, ওমর ফারুক লিটন, রোমানা আহম্মেদ, সদর উপজেলা বিএনপির’ সভাপতি ফয়েজ মোহাম্মদ, সাধারণ সম্পাদক সাহিদুল ইসলাম, সদর উপজেলা সাংগঠনিক সম্পাদক সোহরাব হোসেন, হামিদ খান গাজু, জেলা বিএনপি’র সাবেক যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক আব্দুর রহিম, পৌর বিএনপি’র সভাপতি লতিব বিশ্বাস, জেলা মহিলা দলের সহ-সভাপতি সাবিহা সুলতানা, সদর থানা যুবদলের সাবেক সভাপতি হাসিবুজ্জামান স্বপন, মৎস্যজীবী দল নেতা মাজেদ, পৌর বিএনপি’র সাংগঠনিক সম্পাদক মীর জাহাঙ্গীর আলম, নাহিদসহ স্থানীয় বিএনপি ও অঙ্গ সংগঠনের নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

মেহেরপুর জেলা বিএনপি’র সদস্য সচিব কামরুল হাসানের গণসংযোগ

মেহেরপুর পৌর এলাকার ৩ ও ৪ নং ওয়ার্ডে বিএনপি’র ৩১ দফা দাবির প্রচারে লিফলেট বিতরণ ও গণসংযোগ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়েছে। গতকাল শনিবার বিকেলে জেলা বিএনপি’র সদস্য সচিব অ্যাডভোকেট কামরুল হাসানের নেতৃত্বে এ কর্মসূচি পরিচালিত হয়।

গণসংযোগকালে অ্যাডভোকেট কামরুল হাসান বলেন, “ইনশাআল্লাহ আগামী ফেব্রুয়ারি মাসে নির্বাচন হবে এবং সেই নির্বাচনে আমরা তারেক রহমানকে এ দেশের প্রধানমন্ত্রী বানাবো। গত ১৭ বছর আমরা সংবিধানের সমস্ত অধিকার থেকে বঞ্চিত ছিলাম। আমরা চাই সংবিধানে মানুষের যেসব নৈতিক অধিকার জীবনযাপনের অধিকার, ভোটের অধিকার, গণতন্ত্রের অধিকার তা যেন প্রতিষ্ঠিত হয়।

ইনশাআল্লাহ, যদি তারেক রহমানকে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী বানাতে পারি, তবে এ দেশের সাধারণ মানুষ সংবিধানের সব অধিকার ভোগ করবে। সংবিধানের আওতায় যেসব বিচারের কথা বলা আছে, সে সব বিচার এ সরকার করবে। আর আমরা চাই এই ফ্যাসিস্টদের দ্রুত ডিসেম্বর মাসের মধ্যে ফাঁসিতে ঝুলতে।

এসময় তিনি পৌর এলাকার বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষের হাতে বিএনপি’র ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান ঘোষিত ৩১ দফা দাবি সম্বলিত লিফলেট তুলে দেন এবং মতবিনিময় করেন।

গণসংযোগ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন, জেলা বিএনপি’র যুগ্ম আহ্বায়ক ও সদর উপজেলা বিএনপি’র সভাপতি ফয়েজ মোহাম্মদ, জেলা বিএনপি’র সদস্য আলমগীর খান ছাতু, হাফিজুর রহমান হাফি, ওমর ফারুক লিটন, সাবেক পিপি আবু সালেহ নাসিম, সাধারণ সম্পাদক সাহিদুল ইসলাম, পৌর বিএনপি’র সভাপতি আব্দুল লতিফ বিশ্বাস, সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট এহান উদ্দিন মনা, জেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের আহ্বায়ক আজমুল হোসেন মিন্টু, যুগ্ম আহ্বায়ক সিরাজুর রহমান ফিরোজ, জেলা জাসাসের সদস্য সচিব বাকা বিল্লাহ, জেলা যুবদলের সিনিয়র সহ-সভাপতি মোশারফ হোসেন তপু, সাবেক সদর থানা যুবদল সভাপতি হাসিবুজ্জামান স্বপনসহ স্থানীয় বিএনপি ও অঙ্গসংগঠনের নেতাকর্মীরা।

পূজা উদযাপন কমিটির সদস্য সচিবের বিরুদ্ধে মানববন্ধন

মেহেরপুর জেলা পূজা উদযাপন কমিটির সদস্য সচিব ও গাংনী উপজেলা পূজা উদযাপন কমিটির সভাপতি অশোকচন্দ্র বিশ্বাসের দুর্নীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ সমাবেশ ও মানববন্ধন করেছে গাংনী উপজেলার সনাতন ধর্মাবলম্বী মন্দির কমিটির নেতাকর্মীরা।

শুক্রবার বেলা ১১ টায় গাংনী বাসস্ট্যান্ডে এই প্রতিবাদ সমাবেশ ও মানববন্ধন করেন তারা।

সম্প্রতি জেলা প্রশাসকের কনফারেন্সে মেহেরপুর জেলার হিন্দু সম্প্রদায়ের পূজারীদের কটাক্ষ করে মিথ্যা বক্তব্য প্রদান এবং জেলা প্রশাসক কর্তৃক বরাদ্দকৃত অনুদানের বন্টনে পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ এনে জেলা পূজা উদযাপন কমিটির সদস্য সচিব ও গাংনী উপজেলা পূজা উদযাপন কমিটির সভাপতি অশোকচন্দ্র বিশ্বাসের কর্মকাণ্ডের প্রতিবাদ ও বিষয়টি খতিয়ে দেখে ব্যবস্থা গ্রহণের দাবী জানান বক্তারা।

মানববন্ধনে বক্তারা বলেন জেলা প্রশাসকের নিকট থেকে গাংনী উপজেলার ২২টি মন্দিরের বরাদ্দকৃত অনুদানের মালামাল অশোক চন্দ্র বিশ্বাস তুলে এনে উপজেলার ৯টি মন্দিরে না দিয়ে চরম অন্যায় করেছে।

অনুদান না পাওয়া ৯টি মন্দির হলো ষোলটাকা দাসপাড়া কালি মন্দির, ষোলটাকা কর্মকার পাড়া দুর্গা মন্দির, আমতৈল দাসপাড়া কালী মন্দির, মটমুড়া দুর্গা মন্দির, বেতবাড়িয়া দাসপাড়া কালী মন্দির, চৌগাছা দাসপাড়া কালি মন্দির, গাংনী দাসপাড়া কেন্দ্রীয় রাম মন্দির, গাংনী কেন্দ্রীয় মন্দির, বাওট দাসপাড়া কালী মন্দির। মানববন্ধনে অংশগ্রহণকারীরা এসময় অশোকচন্দ্র বিশ্বাসের দৃষ্টান্তমূলক বিচারের দাবি করেন।

গাংনী কেন্দ্রীয় মন্দিরের সভাপতি শ্রী সুশান্ত কুমার পাত্রের সভাপতিত্বে প্রতিবাদ সমাবেশে অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন সাবেক ছাত্রনেতা শাহিদুজ্জামান শিপু। অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন, সাহার বাটি দাসপাড়া কালী মন্দিরের সভাপতি গণেশ দাস, মটমুড়া কালী মন্দিরের সভাপতি সুনীল চন্দ্র হালদার, কেন্দ্রীয় রাম মন্দিরের সভাপতি ধীরেন দাস, রায়পুর দাসপাড়া কালী মন্দিরের সভাপতি সুশান্ত চন্দ্র গোসাই প্রমুখ।

এ বিষয়ে মেহেরপুর জেলা পূজা উদযাপন আহবায়ক কমিটির সদস্য সচিব এবং গাংনী উপজেলা পূজা উদযাপন কমিটির সভাপতি অশোক চন্দ্র বিশ্বাস মেহেরপুর প্রতিদিনকে বলেন, ‘ মন্দিরগুলোতে জেলা প্রশাসকের অফিস থেকে সরাসরি বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। এরপর দলিত শ্রেণীর আবেদনের প্রেক্ষিতে নির্দিষ্ট ২০ টি মন্দিরে জেলা প্রশাসকের দেওয়া অনুদান তালিকা অনুযায়ী মন্দির কর্তৃপক্ষ নিজেরাই উত্তোলন করেছেন।’

অশোক চন্দ্র বিশ্বাস আরো বলেন, ‘সুশান্ত কুমার পাত্র ও ধীরেন দাস সহ কয়েকজন জোটবদ্ধ হয়ে বিলুপ্ত হওয়া আগের কমিটির নেতাদের ইন্ধনে আমার নামে অপপ্রচার চালাচ্ছে। অপপ্রচারকারীরা আগামী এক

সপ্তাহের মধ্যে তাদের কৃতকর্মের জন্য প্রকাশ্যে ক্ষমা প্রার্থনা না করলে, আমি তাদের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নেব।’